চোটের জন্য আইপিএল থেকে ছিটকে গেলেন নাইট রাইডার্সের পেসার নাগরকোটি

মাঠে - ময়দানে

বাবার মৃত্যুর জন্য আইপএল ছেড়ে দেশে ফিরলেন চেন্নাই পেসার লুঙ্গি এনজিডি

স্প্যানিশ লা লিগায় মালাগা ম্যাচের আগে রিয়াল মাদ্রিদ ফুটবলারদের অনুশীলন।

নতুন প্রতিভা তুলে আনায় লক্ষ্য প্রিমিয়াম ফুটবল অ্যাকাডেমি

সায়ন্তন সেন

ভারতবাসীদের কাছে ফুটবল মানে আলাদা উত্তেজনা, আলাদা টান। আর সেটা যদি পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ করে কলকাতাতে হয়, তো কথাই নেই। এখানে যেমন ফুটবলপ্রেমী মানুষ রয়েছেন, ঠিক তেমনই ফুটবল খেলাকে ভালবেসে অনেক দূর থেকেও অনুশীলনের জন্য ফুটবল খেলাকে নিজেদের কেরিয়ার হিসাবে গড়ে তুলতে চাওয়া। কলকাতায় যেমন ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান, মহমেডানের মতো বড় ক্লাবে খেলা হয় তেমনই অনেক ছোট ছোট ক্লাব রয়েছে। যারা তরুণ প্রতিভা তুলে এনে তাদের যথাযথ ফুটবল প্রশিক্ষণ দেওয়ার চেষ্টা করে। সেরকমই একটি ক্লাব হল কলকাতা প্রিমিয়াম ফুটবল অ্যাকাডেমি।

কলকাতা প্রিমিয়াম ফুটবল অ্যাকাডেমি ক্লাবের যাত্রা শুরু হয়েছিল ২০১৪ সালের ১ এপ্রিল সন্দীপ ঘোষ, সুবীর ঘোষ, অসিত পাল, উমা দত্তের নেতৃত্বে। ক্লাবটির পথচলা যখন শুরু হয় তখন ছাত্র ছিল মাত্র ৭ জন। সেই ৭ জন ছাত্র থেকে সংখ্যাটা এখন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭০। মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, রবি সপ্তাহের এই চারদিন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে কলকাতা প্রিমিয়াম ফুটবল অ্যাকাডেমি ক্লাবের অনুশীলন চলে। ৬-৭ বছর থেকে শুরু করে ১৫-১৬ বছর বয়স পর্যন্ত সবাই এখানে ফুটবল শিখতে আসে। কলকাতা প্রিমিয়াম ফুটবল অ্যাকাডেমির অন্যতম প্রধান কোচ সন্দীপ ঘোষ জানিয়েছেন, ‘কোচ হিসাবে আমাদের প্রধান লক্ষ্য যারা এখানে ফুটবল খেলতে আসে তাদের সঠিকভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া, তাদের সুবিধা-অসুবিধা দেখা। সব ধরনের প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে আমরা যেন আরও ভাল কিছু করতে পারি। ভাল কিছু শেখাতে পারি।’ ক্লাবের সহকারী কোচ অসিত পাল জানিয়েছেন, ‘কোচ হিসাবে আমি কোনও নাম চাইছি না। আমরা যারা এখানে কোচিং করাই তাদের প্রধান লক্ষ্য একটা ছেলেকে ভাল কিছু শেখানো। পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধূলার যে একটা বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে সেটা বোঝানো।’ তিনি আরও জানিয়েছেন, ‘ডায়মন্ড হারবার, ক্যানিং, বজবজ, বসিরহাটের মতো অনেক দূর থেকে এখানে ছেলেরা খেলতে আসে। তারা যদি ভবিষ্যতে ভাল জায়গায় যেতে পারে তাহলেই আমরা খুশি। তবে এতজন ছেলেদের নিয়ে ক্লাব চালানোটা একটা ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার। তাই প্রথমে আমরা ছেলেদের বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ দিলেও এখন ভর্তির জন্য ৩০০ টাকা ও মাসে ২০০ টাকা ফি নিই। এই টাকা দিয়ে ছেলেদের টিফিনের ব্যবস্থা করা হয়।’ কলকাতা প্রিমিয়াম ফুটবল অ্যাকাডেমি ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে খুশি খুদে থেকে শুরু করে একটু বড় ফুটবলাররাও। তারা জানিয়েছে, এই ক্লাবের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করতে পেরে বেশ ভাল লাগছে। কোচেদের কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। তাঁরা যেভাবে আমাদের সাহায্য করেন সেটা আমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কলকাতার বিভিন্ন ছোট ক্লাবের মতো কলকাতা প্রিমিয়াম ফুটবল ক্লাবের কোচরাও তাদের এই ক্লাবকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখছেন। আর এখানে যারা ফুটবল খেলতে আসে তাদের লক্ষ্য ভবিষ্যতে বড় ক্লাবের হয়ে খেলা। আর এই স্বপ্নকে জিইয়ে রেখে নিজেদের লক্ষ্য পৌঁছনোর জন্য লড়াই করছে যাদবপুরের এই ক্লাবটি।

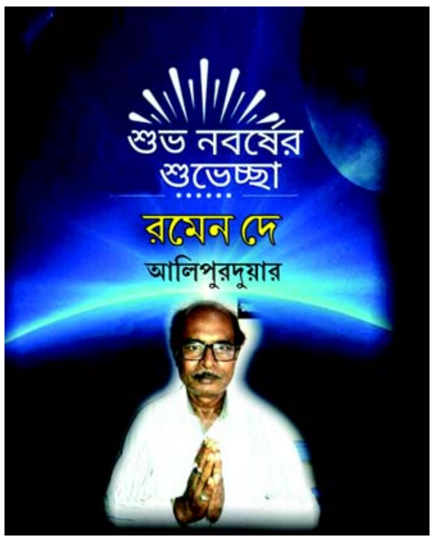

ঘরের মাঠে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে মাত্র ৩ রান করে আউট হলেন কেকেআরের ওপেনার রবিন উত্থাপ্পা।

এবারের আইপিএলে প্রথম জয়ের স্বাদ পেল দিল্লি ডেয়ারডেভিলস

মুম্বই, ১৪ এপ্রিল: আইপিএলের ম্যাচে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে ৭ উইকেটে হারাল দিল্লি ডেয়ারডেভিলস। এই ম্যাচে টস জিতে প্রথমে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন দিল্লি অধিনায়ক গৌতম গম্ভীর। প্রথমে ব্যাট করে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের সংগ্রহ ৭ উইকেটে ১৯৪ রান। দলের হয়ে সর্বোচ্চ ৫৩ রান করেন সূর্যকুমার যাদব। এছাড়া এভিন লুইস ৪৮ ও ঈশান কৃশান ৪৪ রান করেন।

রান তাড়া করতে নেমে জেসন রয় ও গৌতম গম্ভীর মিলে দলের শুরুটা বেশ ভাল করেন। কিন্তু ব্যক্তিগত ১৫ রানে আউট হন গম্ভীর। এরপর ঋষভ পন্থ, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল ও শ্রেয়স আইয়ারকে সঙ্গে করে দিল্লিকে জয়ের গণ্ডী পার করান ইংল্যান্ডের হার্ড হিটার ব্যাটসম্যান রয়।

৫৩ বলে ৯১ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন। তার ইনিংসটি সাজানো ছিল ৬টি ওভার বাউন্ডারি ও ৬টি বাউন্ডারিতে ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হন জেসন রয়। এবারের আইপিএলে হারের হ্যাটট্রিক করল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স।

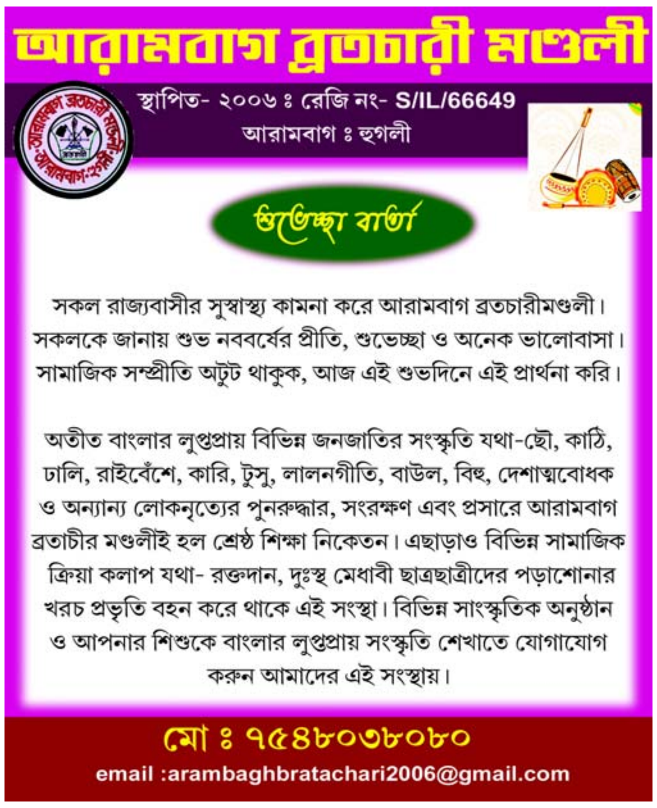

মোহাম্মদ সালাহ : মিশর ফুটবলের রূপকথার রাজপুত্র

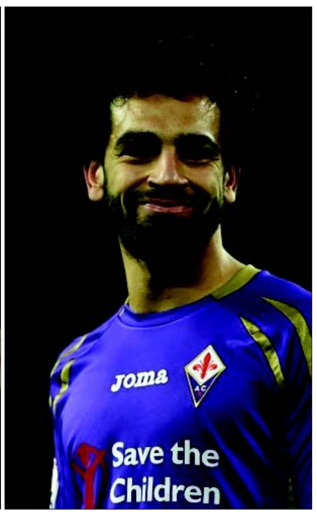

(প্রথম পর্ব)

স্টাফ রিপোর্টার: শুরু করা যাক একটা ছোট্ট, নোংরা আর ধূলিময় মাঠের গল্প দিয়ে। একটা স্বপ্নের মাঠ, যেখানে ভালবাসা, আবেগ আর পরিশ্রমের মিশেলে বোনা হয় স্বপ্ন বাস্তবায়নের চাদর। গল্পটি যখন লেখা হচ্ছে, তখন মাঠজুড়ে ৭-১০ বছরের মোট নয়টি শিশু এক ফুটবল নিয়ে দৌড়ে বেড়াচ্ছে। কোনও ক্লান্তি নেই, কোনও বিরক্তি নেই। চারপাশের উঠতি ফ্ল্যাটবাড়িগুলোর কারণে জেসমিনের কড়া সৌরভ ঘুরে ফিরে এই মাঠের মধ্যেই আটকে যাচ্ছে। তাতে যেন পরিবেশটা আরও কিঞ্চিত স্বর্গীয় করে তুলেছে। মাঠটা কোথায়? বাংলাদেশ থেকে হাজার হাজার মাই দূরে, মিশরে। দেশটির রাজধানী কায়রো থেকে ৮০ মাইল দক্ষিণে নাগরিক শহরে।

এই যে এক টুকরো মাঠ, যা নিয়ে এখনও ইনিয়ে বিনিয়ে এত কথা, তার বুকে নয়টি ছেলে খেলছে, তাদের কোনও দুঃখ নেই আজ।

মাঠটি নিজেও আজ গর্বিত। কারণ তার বুকেই গড়ে উঠেছে বিশ্ব ফুটবলের নতুন তারকা। যে বাচ্চাগুলো ময়লা কাপড় আর ছেঁড়া জুতো পরে বলে কষে লাথি দিচ্ছে, নাগরিকের এত অর্থনৈতিক সংগ্রামের মধ্যে তারা আজ অনেক খুশি। কারণ তাদের প্রিয় মোহাম্মদ সালাহ জন্মেছেন এখানেই। ফুটবলের শুরুটা করেছেন এই এবড়োখেবড়ো মাঠেই। নাগরিগের সালাহ থেকেই আজ লিভারপুলের সালাহ হয়ে ওঠার নতুন গল্প লিখেছেন মিশরের ইতিহাসের পাতায়।

ইউরোপীয় ফুটবলের ঝাঁ চকচকে দুনিয়া থেকে দেখলে সালাহ’র উঠে আসার গল্পটা টের পাওয়া যাবে না। তার জন্য রাস্তায় নামতে হবে। নাগরিগের দুর্গন্ধময়, সরু মফস্বলের রাস্তায়। যে মাঠের কথা বলা হল, সেখান থেকে সালাহ’র বাড়ি মিনিট দুয়েকের পথ। নিস্তব্ধ সেই পথ হাঁটতে গিয়ে আপনি খানিকটা হলেও বুঝতে পারবেন তার আদর্শ ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো, জিনেদিন জিদান আর ফ্রান্সিসকো টট্টিদের অনুকরণ করতে কী সংগ্রামই না করেছেন তিনি। সঙ্গে এটাও মিশরের নতুন প্রজন্মের মগজে ঢুকিয়ে দিয়েছেন, চাইলে তারাও সালাহকে টেক্কা দিতে পারবে।

নিজের অধরা স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে বাদির অনুপ্রেরণা হতে পারার চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর কীই বা হতে পারে। যে মিশরের বুকে জন্ম নিয়ে খ্যাতির শিখরে চড়েছেন সালাহ, তার দেশও তাকে সর্বোচ্চ সম্মান দিয়ে যাচ্ছে। দেশ তো বটেই, ২৪ ঘণ্টা আগে জিতেছেন আরব বিশ্বের বর্ষসেরা ফুটবলারের তকমাটা। কিন্তু সবচেয়ে বড় গৌরবটা এনে দিয়েছেন দেশকে। ২০১৮ রাশিয়া বিশ্বকাপের বাছাইপর্বে কঙ্গোকে হারিয়ে ১৯৯০ সালের পর প্রথম মূল পর্বে জায়গা করে দিয়েছেন মিশরকে। ম্যাচের মিশরের হয়ে প্রথম গোলটি করেন সালাহ। সেটা কঙ্গো পরিশোধ করে দিলে স্টেডিয়ামে কান্নার রোল পড়েছিল। কিন্তু ঈশ্বর বোধহয় গল্পের শেষ পাতাটা নাটকীয় করেছিলেন শুধুই সালাহর কারণে। তাই হয়তো ম্যাচ শেষ হওয়ার অতিরিক্ত সময়ে পেনাল্টি পেল মিশর। যেমনটা ম্যাচের আগের দিন সকালে কোচ তাকে বলেছিলেন, আমরা যদি একটিও পেনাল্টি পাই, সেটা তুমিই শট করবে। মান রেখেছিলেন সালাহ। মিশরকে বিশ্ব ফুটবলের দরবারে আরও নতুন অবস্থানে নিয়ে গেলেন এই জয়ের মধ্যে দিয়ে। সেই খুশিতে মিশরের শীর্ষ ক্লাব জামালেকের সাবেক সভাপতি সালাহকে একটি ভিলা উপহার দিতে চেয়েছিলেন তাকে। কিন্তু গ্রহণ করেননি তিনি। উল্টো তার নাগরিগ এলাকার জন্য সাহায্য চেয়েছিলেন।

সালাহ’র বিনয় নিয়ে অনেক সুনাম আছে। যখন মোটা অঙ্কের অর্থ উপার্জন শুরু করেছেন, সবার আগে নিজের এলাকা নাগরিগের উন্নতির জন্য কাজ করা শুরু করেছেন। একখানা জিম স্থাপন করেছেন নিজের নামে। কিন্তু সবার জন্য উন্মুক্ত। নিজ উদ্যোগে ফুটবল খেলার উপযোগী পিচ করে দিয়েছেন আইয়াদ আল-তানতাওয়ে স্কুলে, যেখানে তিনি পড়াশোনা করেছেন। আর্থিক সমস্যায় জর্জরিত প্রেমিক জুটিদের অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছেন, তাদের বিয়ে করতে সাহায্য করেছেন। এখনও করে যাচ্ছেন। সর্বোপরি নাগরিগদের দিয়েছেন বেঁচে থাকার আশ্বাস-অনুপ্রেরণা।

প্রকাশক : পার্থ কুণ্ডু, কর্তৃক ৩, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র সরণি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকেপ্রকাশিত এবং ইকো প্রিন্টিং প্রেস, যাদুভিটা, মিলন মোড়, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৩ থেকে মুদ্রিত ● স্বত্বাধিকারী : আশিস্ লাহা ● মুখ্য সম্পাদক : কমল ভট্টাচার্য
সম্পাদক : আশিস্ লাহা